দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28.2.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 4 ...

037

অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় এই মহান ব্যক্তিত্বের অবদান চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর অগাধ পান্ডিত্য সুতীক্ষ্ণ মনীষা, আধ্যাত্ম গরিমা এদেশের জনগণের চির গৌরব। ধর্ম ও দর্শন ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভা তাঁকে বিশ্বের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তিনি খৃস্টীয় দশম শতকের শেষ ভাগে ৯৮০ মতান্তরে ৯৮২ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে রাজ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। ছেলেবেলায় মাতা ও পিতার কাছে তিনি চন্দ্রগর্ভ নামে পরিচিত ছিলেন। জেতারী নামক পন্ডিতের সান্নিধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হীনযান ও মাহাযান মতের ত্রিপিটক, মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শন, তন্ত্রের শাখা চতুষ্টয় ও অন্যান্য বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েও তিনি তৃপ্ত থাকেননি। জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলো অধিকতর সত্যজ্ঞানের সন্ধানে। গৃহ ত্যাগ করে কৃষ্ণগিরির রাহুল গুপ্তের নিকট উপস্থিত হন। রাহুল গুপ্তের কাছ থেকে বেশ কিছুকাল আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে এলেন ও দন্তপুরী মহাবিহারের মহাচার্য শীল রক্ষিতের কাছে। শীল রক্ষিত তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর নামকরণ করলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বছর। মূলতঃ তখন থেকেই তিনি শুরু করেন বোধি চর্যার সাধনা।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান অসীম জ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে সুবর্ণ (যাভা সুমাত্রা অঞ্চল) দ্বীপের মহাচার্য মহাযোগী চন্দ্রকীর্তির কাছ থেকে দর্শন শস্ত্র, অভিসময়ালংকার ও বোধি চর্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। সুদীর্ঘ বারো বছর ধর্মশাস্ত্র ও সাধনায় পারদর্শিতা লাভ করার পর তেতাল্লিশ বছর বয়সে মগধে ফিরে আসেন। মগধের জনগণ

কাজী সালাহউদ্দীন

তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ধর্মপাল' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন মগধের রাজা ছিলেন নয়পাল দেব। রাজা নয়পাল দেব দীপংকরের গুনে মুগ্ধ হয়ে বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান আচার্য পদে সমাসীন করলেন। শুধু ধর্মশস্ত্র কিংবা আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি সেখানে নিয়োজিত ছিলেন ন। রাষ্ট্রীয় নানাবিধ

লেখকদের প্রতি

দৈনিক বাংলায় ছাপার জন্যে লেখা পাঠানোর সময় অনুগ্রহ করে অনুলিপি রেখে দেবেন। অমনোনীত লেখা কোনক্রমেই ফেরত দেয়া সম্ভব নয়।

সংকট সমাধানেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে দীপংকরকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিবব্তের রাজা বিক্রমশীলায় রাজদূত পাঠালেন। তখন তিবব্তে বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। দীপংকর তিবব্তে যেতে অসম্মতি জানালে রাজদূত বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন রাজদরবারে। তিবব্তের রাজা দীপংকরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করতে থাকলে বিধর্মীর হাতে বন্দী হন এবং বন্দী থাকাকালীন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর পুত্র রাজা চংছুপও একদল দূত প্রেরণ করেন। দেড় বছর পর দীপংকর তিবব্তে গমন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে দীপংকর তাঁর অসমাপ্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করেন। এরপর দীপংকর তুষার সমাচ্ছন্ন অদ্রভেদী হিমালয়ের গিরিপথ পদব্রজে অতিক্রম করে তিবব্তে গমন করেন। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে দীপংকর যখন তিবব্তের গুজে নামক জায়গায় উপনীত হন তখন দেখলেন তিবব্ত রাজ চংছুপও প্রেরিত একশত অশ্বারোহী তাঁকে অভ্যর্থনা করার উদ্দেশ্যে অপেক্ষমান।

অশ্বারোহী সৈন্যেরা তিবব্তীয়দের পবিত্র মন্ত্র 'ও মনিপদ্মে হুম' সমস্বরে আবৃত্তি করতে করতে রাজা চংছুপওর নামে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর রাজপ্রসাদে উপনীত হলে রাজা চংছুপও এবং অন্যান্য উচচ পদস্থ রাজকীয় পুরুষগণ তাকে মহাসমারোহে পূর্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা দীপংকরের অসাধারণ পান্ডিত্যের জন্য হো-বো-জে অর্থাৎ ভট্টারক উপাধিতে ভূষিত করেন।

১০৪২ খৃষ্টাব্দে থোলিন রাজবিহারে দীপংকর উপস্থিত হন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। এখান থেকেই তিনি তিবব্তে বৌদ্ধ ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তিবব্তের সমুদয় প্রধান প্রধান নগরী ও বিভিন্ন পাঠস্থান পর্যটন করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দীপংকর তিবব্তের রাজধানী লাসার-এর নিকট ন্যাথাং নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় ৫০ জন লামা বাস করতেন।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিবব্তে গমনের প্রাককালে বিক্রমশালা মহাবিহারের সংঘস্থবির রত্নাকরের নিকট বলেছিলেন যে, তিন বছর পর তিনি ভারতে ফিরে আসবেন। কিন্তু তিবব্তবাসীরা তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল যে,

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

(৬-এর কঃ পর)

তার পক্ষে স্বদেশে ফিরে আসা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

১০৫৪ খৃষ্টাব্দের কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থ তিথিতে ন্যাথাং বিহারের তারা মন্দিরে অক্লান্ত কর্মতৎপরতায় বিশ্ব ধর্ম বেদীর ওপর বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শকে সমুন্নত করে নিরবচ্ছিন্ন পরহিত ব্রতে নিযুক্ত এই মহামতি অতীশ দীপংকর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান লামা ধর্মের প্রবর্তক থেকেও লামা উপাধি গ্রহণ করেননি। আবার 'অতীশ' এ নামটিও পিতামাতা প্রদত্ত নাম নয়। তিবব্তবাসীর অসীম শ্রদ্ধাপ্লুত ভাবোচ্ছাসের নিদর্শন স্বরূপ এ নামটি উচচারিত। 'অতীশ' শব্দের অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহামানব।

১৯৭৮ সালের জুন মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন থেকে এই বিশ্বনন্দিত বাঙালী সন্তানের দেহ ভস্ম বাংলাদেশে আনা হয়।

(সহায়ক গ্রন্থ: ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু প্রণীত 'বাংলার সত্যসুর্য অতীশ দীপংকর')